R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল ২৩শে মে, ১৯৮৪ সাল। | মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ষ্টাক ১৪৲

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে কেন এত বিরোধ, কেনই বা এত মতান্তর ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের বিরোধের জন্য শিক্ষিকারা সম্মিলিতভাবে কিন্তু দায়ী করেছেন প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শিক্ষিকারা ম্যানেজিং কমিটির আচরণেও খুব একটা সন্তুষ্ট নন। শনিবার স্কুলের মধ্যেই যখন তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল তখন শিক্ষিকারা অনেকেই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, এ ক্ষোভ একদিনের নয়। আমরা শিক্ষিকা অথচ ন্যূনতম সম্মানটুকুও পাচ্ছি না। ছাত্রীদের সামনেই এসব ঘটছে। স্বভাবতই এনিয়ে প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। মল্লিকা দাসকে ফেল করানোর পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা হয়েছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখুন ২/৩ বিষয়ে ফেল করে, ২৫৮, ২৬৩, ২৯৭ 'টোটাল মার্কস' পেয়েও অনেকে পাশ করে গেছে। আর ঐ বছর নবম শ্রেণীর ইংরেজীর খাতাটা প্রধান শিক্ষিকা দেখেছেন এবং মল্লিকা সে বিষয়েই ফেল করেছে। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে প্রতিবাদের তোয়াক্কা করা হয়নি। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয়, শিক্ষিকাদের মতে, সব কিছু জেনে-শুনেও ম্যানেজিং কমিটি এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন স্কুল অচল হয়ে পড়ায় শিক্ষিকারা দুঃখ প্রকাশ করলেও তাঁদের মতে, তাঁরা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। তাঁরা গণছুটি নেননি। সকলেই ব্যক্তিগতভাবে দরখাস্ত করে ছুটি নিয়েছেন। সে ছুটির দরখাস্ত 'এ্যাকসেপট্' করে খাতায় সি এল লিখে ছুটি মঞ্জুর করেছেন প্রধান শিক্ষিকা। কাজটি বৈধ না হলে তিনি তা করলেন কেন ? শিক্ষিকারা প্রশ্ন তুলেছেন, সুপ্রিয়া দাস, অন্নপূর্ণা সেন ও শাশ্বতী ঘোষ দস্তিদারের ৮১-৮২ সালের কিছু দিনের বেতন কেন আটকে রাখা হয়েছে ? ডি আই, এ ডি আই বার বার বলা সত্বেও প্রধান শিক্ষিকা ওই ৩ শিক্ষিকাকে প্রাপ্য বেতন দেননি। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে কি করে ? সহঃ প্রধান শিক্ষিকা অণিমা চন্দ্রের মতো শিক্ষিকারা 'ভূতের মত' খাটছেন তবু বলবেন অসহযোগিতা ? ছাত্রীদের কাছ থেকে মাইনে নিই, পে সীট তৈরী করি, ভোটের কাজে সাহায্য করি, বেতন তুলে আনি এসব সত্বেও শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার কথা উঠে কেন ? হ্যাঁ, আমরা 'রোল কল রেজিষ্টারে' নাম তুলিনি কারণ সমস্ত কিছুই আমরা করতে পারব না। আমরা সপ্তাহে ২৮-২৯টি ক্লাস নিই, অথচ দেখুন আমাদের হয়রাণ করতে রোজই রুটিন পাল্টানো হচ্ছে। শিক্ষিকাদের এইসব বক্তব্যে অভিযোগ যত না আছে তার চেয়ে বেশী আছে ক্ষোভ। প্রধান শিক্ষিকা এই সব ক্ষোভের জবাব দিয়েছেন স্পষ্টভাবেই। ছাত্রীদের রোল কল রেজিষ্টারে শেষ পর্যন্ত নাম তুলে দিয়েছেন তিনি নিজেই। মল্লিকাদের ক্লাসের ইংরেজীর খাতা গত বছর তাঁকে বাধ্য হয়ে দেখতে হয়। সবিতা গুপ্ত নামে এক শিক্ষিকা তখন হঠাৎ ছুটি নেন। তিনি দেখতেন ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজী খাতা। সে খাতা দেখার ভার নেন অণিমা চন্দ্র এবং জ্যোৎস্নাদেবীকে নিতে হয় নবম শ্রেণীর ইংরেজী খাতা। আর এক বিষয় ফেল করায় শুধু মাত্র মল্লিকাকে নয়, আরও বহু ছাত্রীকে প্রমোশন দেওয়া হয়নি। জ্যোৎস্না দেবী জানান ৩ শিক্ষিকার মাইনে তিনি আটকাননি। তৎকালীন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিষয়টি বোর্ডে পাঠান। বোর্ড থেকে কোনো উত্তর আসেনি এ পর্যন্ত। ডি আই, এ ডি আই মুখে বলছেন অথচ তাঁদের চিঠি দিতে আপত্তি কেন ? আর তাছাড়া বোর্ডের কাছে শিক্ষিকাদের (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

আন্ত্রিক বেড়েছে, বিদ্যুৎ কেরোসিনও বাড়ন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের কষ্ট তীব্র হয়ে ওঠায় পুনরায় ব্যাপকভাবে আন্ত্রিক রোগ মাথা চাড়া দিয়েছে। গত সপ্তাহে এই রোগে প্রায় ৭ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই রোগ বৃদ্ধির প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের গ্রামাঞ্চলে ৪৫টিরও বেশী টিউবওয়েল অকেজো হয়ে রয়েছে। বার বার ব্লক অফিসে খবর দেওয়া সত্বেও কারো টনক নড়েনি। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রভাত মুখার্জী জানান, রাণীনগর গ্রামে আন্ত্রিক রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বহু টিউবওয়েল অকেজো। ঘোষ পাড়ায় একমাত্র টিউবওয়েলটি ১ মাসেরও উপর খারাপ। বি ডি ওকে জানিয়েও ফল হয়নি। এ দিকে রাজ্যের সব জায়গার মত জঙ্গিপুরেও গত এক সপ্তাহে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

লোকান্তরে নলিনীকান্ত সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা : দাদাঠাকুরের সুযোগ্য শিষ্য এবং হাসির গানের অন্যতম সুরকার ও গায়ক নলিনীকান্ত সরকার লোকান্তরিত হয়েছেন। শুক্রবার পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত নলিনীবাবুর সঙ্গে বহু বিপ্লবীর যোগাযোগ ছিল। শেষ জীবনে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর দুই মেয়ে গীতা এবং বকুলও ওই আশ্রমেই বাবার সঙ্গে প্রেসের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। নলিনীকান্তের মৃত্যুর ফলে এক বৈপ্লবিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল। নলিনী সরকারের জন্ম নিমতিতার কাছে জগতায় গ্রামে। পড়াশুনোর পাঠ জঙ্গিপুর স্কুলে। রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে কাজ করার সময়েই দাদাঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

লঞ্চ পুষে গচ্ছা প্রতিদিনে ২৫০ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা বছর ধরে অপ্রয়োজনীয় একটি লঞ্চ পুষে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের জঙ্গিপুর শাখা প্রতিদিন ২৫০ টাকা করে গচ্ছা দিচ্ছে। লঞ্চটিতে প্রতিদিন ১০ লিটার করে পেট্রোল খরচও দেখানো হচ্ছে। অবিলম্বে এই সরকারী অর্থ অপচয় বন্ধের দাবী জানিয়েছেন ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। ফেডারেশনের সভাপতি কমল ত্রিবেদী জানান, ওই বিভাগের ষ্টাফ কোয়ার্টারে কোনো মিটার না থাকায় কর্মীদের ব্যবহৃত প্রায় আড়াই হাজার টাকার বিল প্রত্যেক মাসে সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়া হয়। ব্যাপকভাবে 'হিটার' ব্যবহারের জন্যই এত বিদ্যুৎ পুড়ছে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সরকারী গাড়িগুলিও বক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীত্রিবেদীর (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

প্রভাতবাবু ফিরে পেলেন শিক্ষকতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটায় সাদিকপুর বি কে জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে প্রভাত রায় তাঁর চাকরি ফিরে পেয়েছেন। সেই মত কাজেও যোগ দিয়েছেন ২১ মার্চ। অবশ্য হাইকোর্ট ও শিক্ষা বিভাগের নির্দ্দেশ মত গত ৭ অক্টোবর থেকেই প্রভাতবাবু স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুলের হাজিরা খাতায় সই করতে না দেওয়ায় তিনি পৃথক খাতায় হাজিরা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। পরে ডি আই-এর নির্দেশ মত ২১ মার্চ থেকে স্কুলের হাজিরা খাতায় সই করে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে যোগ দেন। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে প্রভাতবাবুকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সাসপেণ্ড করে রাখেন। এ নিয়ে মামলায় জয়ী হওয়ায় প্রভাতবাবু চাকরি ফিরে পেলেন। এই দীর্ঘ সাসপেণ্ড সময়ের মাইনেও তিনি দাবী করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল

বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা/তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী' —কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবি-জীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন যন্ত্রণা ও গভীর উপলব্ধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়িত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙালার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম—দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত।

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্মবিদ্রোহী। নব নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন:

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অসুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই জাগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সত্যকার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল 'ইয়াঙ্কি কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বত্রিশ বৎসরের জীবনমৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া:

'লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান
বীরবাচ্চা,
মীর জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে বীর' হাসি মুখে মরি'
জয় স্বাধীনতা গাই।

ফরাক্কা থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: কবিতা রজক নামে এক গৃহবধূকে হেনস্থা করার বিরুদ্ধে ৩ মে ফরাক্কা থানায় বিক্ষোভ দেখায় ভারতীয় জনতা দল। তারা থানা কর্তৃপক্ষের হাতে একটি ডেপুটেশনও দেয়। গত ২০ এপ্রিল ফরাক্কা থানার দু'জন ওয়ায়রলেস অপারেটর কবিতা, এবং তাঁর স্বামী ও ছেলেকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এর ফলে ছেলে কল্যাণকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এ ব্যাপারে কবিতা পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে একটি অভিযোগও দায়ের করেছে।

'বাস' নিয়ে অভিযোগ

সাগরদীঘি: সাগরদীঘি থেকে সিউড়ি রুটে অনুমোদন পেয়েও কালীকৃষ্ণ—২ নামে একটি বাস সাগরদীঘিতে না আসায় স্থানীয় যাত্রীরা অসুবিধের পড়েছেন। বাসটি ভোরে সাগরদীঘি থেকে ছাড়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ, বাসটি রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত চালানো হচ্ছে। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে আর টি এ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'আসা যাওয়ার মাঝখানে'

শ্রীবরুণ রায়

"পরমস্নেহাস্পদেষু

বরুণ, আমার সম্বন্ধে কাগজে লিখতে চেয়েছো। আর কিছুদিন সবুর করো না। আমি তো পরপারের পথে পা বাড়িয়ে রয়েছি। যদি নিতান্তই লিখতে চাও, লিখতে পারো, কিন্তু এমন কিছু লিখো না, যাতে আমাকে লজ্জিত হতে হয়।... "

রেডিওতে সংবাদটা শোনার পর আমার চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেছিলাম। গত বছর ১৭ই জুন পণ্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রম থেকে নলিনীকান্ত সরকার আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়ল। নলিনীদা আর আমাদের মধ্যে নাই। সেই সদাহাস্যমুখর গায়ক কবি, সাংবাদিক, স্যাটায়ারিষ্ট, মজলিসী, উন্নতশির চিরযুবক আর কোন দনই আসর জমিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরবেন না।

টুকরো টুকরো কত কথা আজ মনে পড়ছে। আমার পিতৃদেব বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মদিন ছিল সরস্বতী পূজোর দিন। ঐদিন আমাদের কলকাতার বাসায় সারস্বত সম্মেলনে কবি সাহিত্যিকদের সমাবেশ হত। সেবার নলিনীদা কলকাতা এসেছেন। উঠেছেন অরবিন্দ ভবনে। তাঁকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসার জন্য আমি সেখানে গিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা ওঠার সময় শুনতে পেলাম দরাজগলার গান—"...পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, ওগো মা ...". বারান্দায় উঠে দেখি দুই বৃদ্ধ আসর জমিয়েছেন। নলিনীদার সামনে বসে এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন। নলিনীসুহৃদ দিলীপকুমার রায়।

সেবার আমাদের বাসায় আমরা সবাই মিলে নলিনীদাকে চেপে ধরলাম তাঁর অতি বিখ্যাত "কাঞ্চনতলার কাপ হে মামু..." গানটি শোনানোর জন্য। দশ মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শ্লেষ্ম জড়িত কণ্ঠে তিনি গেয়ে শোনালেন—"কাঞ্চনতলার কাপ হে মামু।" আমার টেপে সে-গান ধরা আছে।

গানের রাজা নজরুলের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ নলিনীদা একদিন অবিভক্ত বাংলার অনেক আসরে, সভাসমিতি, রেডিও, গ্রামাফোনে গান গেয়েছেন। সে-সব দেখাশোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। যে নলিনীদাকে আমি চিনি তিনি পক্বকেশ, ঋজুদেহ, অরবিন্দ আশ্রমের নিভৃতে স্বেচ্ছানির্বাসিত এক যোগী। গত পঁচিশ বছর ধরে এই নলিনীদার কাছে বার বার গিয়েছি, তাঁর পায়ের কাছে বসে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অতীত দিনের বহু টুকরো টুকরো ইতিহাস শুনেছি। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক, দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভাদুরী, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শরৎ পণ্ডিত—কত না রথী মহারথীর অন্তরঙ্গ কাহিনী আমার চিঠির ঝাঁপিতে নলিনীদার ৬৫ খানি চিঠি সঞ্চিত আছে। বাংলার ইতিহাসের স্পন্দন সেখানে শোনা যায়।

নলিনীদার কণ্ঠে শেষ গান শুনেছিলাম ১৯৮২ সালে তাঁর পণ্ডিচেরির বাড়ীতে। বন্ধু উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গেয়ে শোনাচ্ছিলেন প্রিয় বন্ধু নজরুলের একটি গান।

নলিনীদার বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের কিন্তু আজ সে-সব থাক। স্মৃতির সমুদ্রে আজ যখন চোখের জলের বান ডেকেছে, ধীরভাবে লেখনীচালনার সময় তখন আজ নয়।

আমাকে লেখা নলিনীদার আর একটি বিখ্যাত চিঠি জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলার স্মারকগ্রন্থে পত্রস্থ হয়ে আছে। নলিনীদার বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে লেখা। তাঁর ৩১।১২।৮০ তারিখে পণ্ডিচেরি থেকে লেখা আর একখানি চিঠির কিছুটা অংশের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়ারলোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

স্কুল কলেজে আমার শিক্ষা হয়নি বললেই চলে। জঙ্গিপুর স্কুলের নীচু ক্লাসে মাত্র ৩।৪ মাস পড়েছিলাম। আমার যা-কিছু লেখাপড়া স্কুল কলেজের বাইরে। আমার সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা কিছু না লেখাই ভালো।

বিপ্লবী দলে আমি সাধারণকে শোনানোর মতো কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিনি। আমার কাজ ছিল ছেলে জোগাড় করা, আর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের নিরাপদ স্থানে রাখা। এই আত্মগোপনকারীদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দলের নিয়মানুসারে কারও প্রকৃত নাম জানার উপায় ছিল না। আত্মগোপনকারীদের মধ্যে আমি মাত্র তিনজনের নাম জানতাম (১) কাশী ষড়যন্ত্র মামলার গোপেশচন্দ্র রায়, এর কল্পিত নাম ছিল দীনেশচন্দ্র রায়। এই নামেই দু'হাজার টাকার

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'আসা যাওয়ার মাঝখানে'

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পুরস্কার ঘোষিত ছিল। (২) শশিশেখর সান্যাল, গৌহাতে পুলিশ আক্রমণের সময় ইনি পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছিলেন। কিছুদিন ছিলেন অরঙ্গাবাদ বাজারে, কিছুদিন রঘুনাথগঞ্জে। (৩) নলিনী ঘোষ—ইনি আমাদের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের সংগঠক ও পরিচালক। ইনিই রামপুরহাটে দিয়ে আসবার জন্য আমার বাড়ি গিয়ে একটি ছোট টিনের বাক্স দিয়ে এসেছিলেন। বিশদ বিবরণ আমার বইএ আছে। পুলিশপ্রহরীবেষ্টিত দালান্দা হাউস থেকে পলায়ন এঁর কৃতিত্বপূর্ণ কীর্ত্তি।.....”

নলিনীদার বিপ্লবী জীবনের অনেক কীর্ত্তিকথা আমাদের জানা আছে। বন্ধুবৎসল বেপরোয়া নলিনীদার একটি অনুপম কীর্ত্তির কথা তাঁর নিজমুখে শুনেছিলাম। ঘটনাটি বলি।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি নজরুল ইস্‌লাম হুগলী জেলে অনশন করেছেন। তাঁর শরীর ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সারা দেশ উদ্বিগ্ন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দেশের নেতারা অনেকেই অনশন ভঙ্গ করার জন্য নজরুলকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কবি অসহনীয় হয়ে বসে আছেন। নজরুলের বন্ধুরা সব রকমে চেষ্টা করছেন। শেষে নলিনীদা একদিন বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে হুগলী জেলে গেলেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে দিলেন না। অতঃ কিম? নজরুলের সঙ্গে যে দেখা করতেই হবে। জেলের প্রাচীরের পাশে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দাঁড় করিয়ে তাঁর ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নলিনীকান্ত জেলের প্রাচীরের উপর চেপে বসলেন। সেখান থেকে চেঁচামেচি চিৎকার ও অঙ্গভঙ্গীতে নজরুলকে অনশন ভাঙ্গার জন্য অনুরোধ। মহা হৈ চৈ ধুন্দুমার কাণ্ড! শেষে বহু কষ্টে সে যাত্রা শ্রীঘর বাস থেকে অব্যাহতি।

কাজী নজরুলের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ২।৩ জন বন্ধুর মধ্যে নলিনীকান্ত ছিলেন সকলের পুরোভাগে। নজরুল জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার তিনি জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন। নজরুল জীবনের বহু ঘটনার কথা তাঁর নিজ মুখে শুনেছি, নজরুলের বহু অপ্রকাশিত ছবি ও চিঠি অশেষ স্নেহভরে তিনি আমাকে দান করেছেন। নলিনীদার জন্মভূমি জগতাই গ্রামের সঙ্গে নলিনী সুহৃদ নজরুলের জীবনের বহু আনন্দ বেদনার স্মৃতি জড়িত। নজরুলের বড় ছেলে বুলবুলের

আমার নলিনীকাকা

অমলকুমার পণ্ডিত

স্মৃতিচারণা—সে এক কঠিন কর্তব্য। আর তিনি যদি হন নলিনীকাকার মত কেউ তবে সে কর্তব্য হয়ে ওঠে আরও দুরূহ। তাঁর মৃত্যুতে শেষ হয়ে গেল একটি বৈপ্লবিক যুগের। সে যুগে সততা ছিল, আদর্শ ছিল আর ছিল অপার স্নেহ। যে স্নেহ আমি পেয়েছিলাম নলিনীকাকার কাছ থেকে, বহু দূরে থেকেও তিনি ছিলেন অতি কাছের মানুষ। আমাদের পরিবারের একজন। বাবার সুযোগ্য শিষ্য। কঠোর পরিশ্রমী জীবন নলিনীকাকার নিমতিতা রেজিষ্ট্রী অফিসে দলিল লেখকের কাজ দিয়ে জীবন শুরু। লালগোলার রাজবাড়িতে লাইব্রেরীয়ান এবং আমাদের পণ্ডিত প্রেসেও কাজ করেছেন তিনি। জন্ম নিমতিতার জগতাই গ্রামে। তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন মালদহের কালিয়াচক থেকে। রঘুনাথগঞ্জে থাকতেই পরিচয় ঘটে বহু বিপ্লবীর সঙ্গে। ঋষি কাঞ্জিলাল, বারীন ঘোষ, বিভূতি সরকার, উল্লাস কর দত্ত, নজরুল এবং দা'ঠাকুর সবার সংস্পর্শে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। হয়েছিলেন 'বিজলী' 'বেতার জগৎ' এর সম্পাদক। আকাশবাণীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাঁর লেখা 'কাঞ্চনজঙ্ঘার কাপ' এখনও জঙ্গিপুরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। বাবার গানগুলো গেয়েও প্রসিদ্ধ হয়েছেন তিনি। কলকাতার ভুল, ভোটামৃত গানগুলি রেকর্ড হয়ে বেরুলে রীতিমত হৈ চৈ বেঁধে যায় এই বঙ্গদেশে। নলিনীকাকার সঙ্গে আমার শেষ দেখা বাবার মৃত্যুর বছর দুই পর। এসেছিলেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে রঘুনাথগঞ্জেই আমাদের বাড়িতে। কত কথা, কত স্মৃতি। আর সেই সব দিনের জনপ্রিয় গান শুনে ফিরে পেয়েছিলাম পুরোনো দিনগুলিকে। চোখের জলে তুলে দিয়ে এসেছিলাম তাঁকে জঙ্গিপুর ষ্টেশনে। তখনও জানতাম না 'ওটিই আমাদের শেষ দেখা'। মাঝে মধ্যেই পণ্ডিচেরী থেকে পেতাম তাঁর কুশল বার্তা। বয়সের ভারে তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিও কমে এসেছিল। বুঝছিলাম দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুক্রবার সেই জীবনদীপটি গেল নিভে। আর একবার অনুভূত হ'ল পিতৃ বিয়োগের ব্যথা।

জন্ম জগতাইয়ে নলিনীদার বাড়ীতে। নিমতিতার এক বিয়ের আসরে নলিনীদার চেষ্টায় যোগীবর বরদাচরণের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাত।

নজরুলের স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার পরও নলিনীকান্ত বন্ধুকে দেখতে যেতেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নজরুলের চোখে নলিনীকান্তের উপস্থিতিতে কখনও কখনও চেতনার ক্ষণিক ঝিলিক দিয়ে যেত। এমনই এক মুহূর্তে নজরুল লিখেছিলেন—

“ভালই আমি ছিলাম
ভালই আমি আছি
হৃদয়পদ্মে মধু পেল
মনের মৌমাছি।”

হায় এই বোধ হয় নজরুলে কলম থেকে বেরিয়ে আসা শেষ অর্থবহ কবিতা!

(চলবে)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বিজ্ঞপ্তি

এই বছর আমন ধানের মত বোরো ধানে বাদামী শোষক পোকা এবং শীষকাটা, লেদা পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। সাধারণত 'বিল' অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। বর্তমানে নবগ্রাম, খড়গ্রাম থানাতে এর আক্রমণ বেশী দেখা যাচ্ছে। এই পোকা দেখতে অনেকটা শ্যামা পোকার মত। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই দুই অবস্থাতে এদের গায়ের রং গাঢ় বা হাল্কা বাদামী। এদের ডানা পুরোটা থাকতে পারে বা অর্দ্ধেকটা থাকতে পারে। এদের পেটের দিকটা মোটা। ডিম পাড়বার ৬ থেকে ৭ দিন পরে বাচ্চা বেড়োয় এবং ১৪।১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়। স্ত্রী পোকা পুরুষ পোকার চেয়ে একটু বড়।

এরা জলের কাছাকাছি গাছের গোড়ার দিকে রস চুষে খায়। যখন প্রতি গোছে এদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হয় তখনই আক্রান্ত গাছের পাতা কয়েক দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

দমনের উপায়

এই মরশুমে পোকা দমন করতে হলে নীচের ব্যবস্থাগুলি নিন।

১। শতকরা ৮০ ভাগ পেকে গেলে ধান কেটে নিন।

২। লাল মাকড়সা, বাদামী শোষক পোকার শত্রু। যদি গোছে লাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় তাহলে প্রতিদিন লক্ষ্য রাখুন।

৩। প্রতি গোছে ৪-৫টির বেশী শোষক পোকা থাকলে এবং ফসল কাটতে দেরী থাকলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ওষুধ দিন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
ক) ডাইক্লোরভস ৭৬% (যেমন নুভান ইত্যাদি)	১ মি, লি
খ) ফসফোমিডন ৮৫% (যেমন ডিমেক্রন ইত্যাদি)	½ মি, লি
গ) বি-এইচ-সি ৫০%	৫ গ্রাম
ঘ) কার্বারিল ৫০% (যেমন সেভিন ইত্যাদি)	২½ গ্রাম
ঙ মনোক্রটোফস ৪০% (যেমন নুভাক্রন ইত্যাদি)	১ মি, লি
চ) ক্লোরপাইরিফস ২০% (যেমন কোরোবন ইত্যাদি)	২ মি, লি
ছ) ম্যালাথিয়ন ৫০% (যেমন সাইথিয়ন ইত্যাদি)	২ মি, লি
জ) কুইনালফস ১৫% ডাষ্ট (যেমন একালাক্স ডষ্ট)	১২ কেজি একর প্রতি
ঝ) বি-এইচ-সি ১০% গুড়া	১২ কেজি একর প্রতি

৪। স্প্রে করার সময় NOZZLEটিকে গাছের গোড়ার দিকে রেখে স্প্রে করুন।

শীষকাটা লেদা পোকা

এর আক্রমণ দেখা গেলে বিকেলের দিকে ওষুধ দিন। জমির আইলে ওষুধ ছিটাতে ভুলবেন না। আগে বলা যে কোনও একটি ওষুধ দেওয়া যাবে। ডাষ্টার থাকলে গুঁড়ো ওষুধ দেওয়া ভাল।

মুর্শিদাবাদ মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত,
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

গার্লস স্কুলে কেন এত বিরোধ

(১ম পৃঃ পর

তরফে কেউ গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে আসুন না? টাকা তাঁরা পাবেন ঠিকই, কিন্তু ছুটিগুলো মঞ্জুর হবে কিভাবে? বহু বছর আগে 'আরন লিভ' নিয়ে বদলি হওয়া এক শিক্ষিকা এখন ভুগছেন। অথচ তখন তিনি তাঁর কথা শোনেননি। জ্যোৎস্নাদেবী বলেন; স্কুলে ১ জন শিক্ষিকা ও ২ জন করণিক দরকার। বার বার বোর্ডে জানানো সত্ত্বেও তার অনুমোদন পাঠানো হচ্ছে না। ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তিনি দায়ী নন। আর প্রচণ্ড কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রায়ই ক্লাসে যেতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস করার বাধ্যবাধকতা প্রধান শিক্ষিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিয়মিতভাবেই ক্লাস পরিদর্শনে যান তিনি। শিক্ষিকারা কেমন পড়ান, ছাত্রীরা কতটুকু শৃঙ্খলা মানে এটা দেখা তাঁর কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করতে গেলেই ওরা (শিক্ষিকারা) ক্ষুণ্ণ হন। আমি ক্লাসে ঢুকলেই কোনো কোনো 'ক্লাস টিচার' ক্লাস থেকে বেড়িয়ে যান, এটা নিশ্চয় প্রধান শিক্ষিকার প্রতি সৌজন্যবোধ নয়? আর তাছাড়া ছাত্রীরা এ থেকে কি শিখবে? জ্যোৎস্নাদেবী পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, শৃঙ্খলা ও সুনাম রক্ষায় মহকুমার সমস্ত স্কুলের চেয়ে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অভিভাবকরাও এতে খুশী। এই সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারি না আমি। প্রধান শিক্ষিকা ও শিক্ষিকাদের এই চাপান উতোরে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক সুশীল মুখার্জি কিন্তু কোনো পক্ষকেই সরাসরি সমর্থন করতে রাজী নন। সুশীলবাবু বলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ছুটি না পেয়ে শিক্ষিকারা যে গণ-ছুটি নিয়েছেন তা বিধিসম্মত হয়নি। এরজন্য তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষা দপ্তরের রয়েছে। শিক্ষিকাদের এ আচরণ নিতান্তই 'জেদের বশে' বলে তাঁর মনে হয়েছে। অন্যদিকে মল্লিকার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার আচরণকেও সুশীলবাবু 'অহেতুক জেদ' বলে উল্লেখ করেছেন। সুশীলবাবু জানান, প্রমোশন আইনে পরিষ্কার বলা আছে কোনো ছাত্রী দুয়ের বেশী বিষয়ে ফেল করলে তবেই তাকে সেই ক্লাসে আটকানো যাবে। এ ক্ষেত্রে মল্লিকাকে 'প্রমোশন' দিয়ে প্রধান শিক্ষিকা নিজের স্কুলে রাখতে পারতেন। এর বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটিকেও চুপচাপ থাকতে হয়ে কারণ এ সম্পর্কে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে গেলে ছাত্রীটির একটি বছর নষ্ট হতে পারত নানা ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে। সম্পাদক জানান, 'স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার একটা বিরোধ চলছে। এর আগে ৩ জন শিক্ষিকার মাইনেও আটকে দেওয়া হয়। পরে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার মতবিরোধ ঘটে। তিনি চেয়েছিলেন, ম্যানেজিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষিকাদের প্রাপ্য মাইনে দিয়ে দিতে। প্রধান শিক্ষিকা এতে আপত্তি জানান। পরে এ ডি আই তদন্তে এলে অবশ্য আমার (সম্পাদকের) অভিমতটিই যুক্তিযুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছে, এবং সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমুখার্জী জানান, ম্যানেজিং কমিটি এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে কোনোরকম বিরোধে যেতে রাজী নন। কারণ তাঁরা চান স্কুলে অবিলম্বে ১২ শ্রেণীটি চালু করতে। এ ব্যাপারে কথাবার্তাও হয়েছে। তবে কয়েকজন শিক্ষিকা নতুন শ্রেণী খোলায় আপত্তি জানিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে এ বছরে একটি মাত্র স্কুলকে ১২ শ্রেণীর অনুমোদন দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর বিবেচনা করছেন দুটি স্কুলের কথা। কান্দী রাজ কলেজ ও রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল। সৌভাগ্যবান কারা জানা যাবে আসছে জুলাই মাসেই। কারণ ওই সময়ে শিক্ষা দপ্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হবে। এ দিকে স্কুলের ঘটনাবলী স্থানীয় অভিভাবক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা অবিলম্বে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে স্কুলে সুষ্ঠু ব্যবস্থা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যানেজিং কমিটিকেও কড়া হাতে হাল ধরতে পরামর্শ দিয়েছেন।

আন্ত্রিক বেড়েছে

(১ম পৃঃ পর)

সঙ্গীন। দিনে এবং রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিল বিদ্যুৎহীন। মানুষজন কাটিয়েছেন দমবন্ধ অবস্থায়। বিদ্যুতের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রেস, ষ্টুডিও, আটা ও তেল কলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামে গ্রামে স্যালোগুলিও অচল থাকে। খবর লেখার সময়ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে। অন্যদিকে দেখা দিয়েছে কেরোসিন তেলের সংকট। এই সংকট আগামী দু'সপ্তাহ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। রেশনেও কেরোসিন কোথাও হয় অমিল, নয়তো বা অপর্যাপ্ত

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোনঃ রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি হাজী এসাহাক মণ্ডল পিতা মৃত ইউসফ মণ্ডল সাং নুরপুর, থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ গত ইং ১১-৫-৬৬ তাং উক্ত সাকিমের মহিউদ্দিন বিশ্বাসের পুত্র আমিরুল ইসলাম বরাবর আমার সম্পত্তিআদি রক্ষণা-বেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক আম-মোক্তার-নামা সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত আমিরুল ইসলাম সেই সুযোগে আমার সম্পত্তিআদি আত্মসাৎ করিবার কুউদ্দেশ্যে আমার স্বার্থ বিরোধী ভূয়া তঞ্চক-মূলক দলিলাদির সৃষ্টি করায় আমি তাহা এক্ষণে অবগত হইয়া উক্ত আম-মোক্তার-নামা গত ইং ৯-৫-৮৪ তাং জঙ্গিপুর সাব রেজেষ্ট্রী অফিসের ১৯৮৪ সালের ৩৪নং রেজেষ্ট্রি দলিলমূলে উক্ত আমমোক্তার নামা রদ ও রহিত করিয়া দিয়াছি। উক্ত আমিরুল ইসলাম আর আমার আমমোক্তার রহিলেন না। এবং আমার পক্ষে তিনি কোন কাজ করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টিতে ভাল পরিবেশে ৩ শতক জমির উপর ৪ খানা ঘর এটাচড বাথ, বারান্দাসহ একটি একতল সুন্দর বাড়ি বিক্রয় হবে।
যোগাযোগের ঠিকানা—
পণ্ডিত প্রেস ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্সী
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

লঞ্চ পুষে গচ্ছ।

(১ম পৃঃ পর)

অভিযোগ কোয়াটার খালি থাকা সত্ত্বেও ফেড রেশন কর্মীদের কোয়াটার এ্যালটমেণ্ট করা হচ্ছে না। বে-আইনী ভাবে মেস চালু করা হয়েছে। সাইড ষ্টাফকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলকভাবে অফিসে বসানো হচ্ছে। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থারও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। হাসপাতালের জনৈকা নার্সকে রিলিজ করার ব্যাপারেও এস ডি এম ও'র টালবাহানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে গত ১৪ মে তাঁকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে।

ফেডারেশনের সভা ঃ প্রাপ্য ১২ কিস্তি মহার্ঘভাতা প্রদান এবং খাদ্য বিভাগের এক কর্মীকে লাঞ্ছনার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনিক নীরবতা প্রভৃতির ব্যাপারে আলোচনার জন্য ৩ মে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোশিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জঙ্গিপুর মহকুমা ভিত্তিক ওই সভায় ২৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কমল ত্রিবেদী। বিভিন্ন বক্তা তাদের ভাষণে সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

লোকান্তরে নলিনীকান্ত সরকার

(১ম পৃঃ পর)

গড়ে ওঠে। পরে নলিনীকান্ত বিজলী ও আকাশবাণীর 'বেতার জগৎ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। নজরুল অতুলপ্রসাদ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের সংস্পর্শে এসেছিলেন নলিনীকান্ত। দাদাঠাকুরের একাধিক গান গেয়ে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি পান। দাদা-ঠাকুরের জীবনীকার হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা বইটি নিয়েই 'দাদাঠাকুর' ছায়াছবিটি নির্মীত হয় এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।